জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ।০ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵১০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। বহু স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ।

জঙ্গিপুর সংবাদের সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা হাতে ১৷৷০ টাকা। নগদ মূল্য ৵০ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য আগ্রিম দেয়।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

৩৮শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ মুর্শিদাবাদ—১৪ই ফাল্গুন বুধবার ১৩৫৮ ইংরাজী 27th Feb. 1952 | ৪০শ সংখ্যা

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

মূল্য ছয় পয়সা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

অরবিন্দ এণ্ড কোং

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

ঘড়ি, টর্চ, ফাউন্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্ এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।

এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, ফটো ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

জীবনযাত্রার পাথেয়

আমাদের গৃহ-সংসার কত আশা ও উৎসাহ, কত শান্তি ও সুখের স্বপ্ন দিয়ে তৈরী। বাপ মায়ের সে স্বপ্ন রূঢ় বাস্তবের আঘাতে ভেঙ্গে যাওয়া অসম্ভব নয়, তাই নিজের জন্যও যেমন তাঁদের দুশ্চিন্তা, ছেলে-মেয়ে ও আত্মীয়-পরিজনের জন্যও তেমনি তাঁদের উদ্বেগ ও আশঙ্কা—কি উপায়ে তাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপযোগী সংস্থান করে রাখা যায়? হিন্দুস্থানের বীমাপত্র সেই সংস্থানের উপায় স্বরূপ—প্রত্যেকের আর্থিক সঙ্গতি ও বিভিন্ন প্রয়োজন অনুযায়ী নানাবিধ বীমাপত্রের ব্যবস্থা আছে।

জীবনযাত্রার অনিশ্চিত পথে
জীবন বীমা মানুষের
প্রধান পাথেয়।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড

হেড আফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস

৪নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা—১৩

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৪ই ফাল্গুন বুধবার সন ১৩৫৮ সাল।

সেবক নয় সে বক !

—•—

ত্রেতা যুগে রামচন্দ্র পিতৃসত্য পালনের জন্য যখন বনে বাস করিতেছিলেন, একদিন পম্পা সরোবরের তীরে এক বক পক্ষীকে দেখিলেন—বক অতি ধীরে ধীরে নিঃশব্দ পাদবিক্ষেপে জলের দিকে অগ্রসর হইতেছে। ধর্ম্মপ্রাণ রামচন্দ্র তাহার এই মন্থর গতি দেখিয়া মনে করিলেন—বক অতি ধার্ম্মিক, তাহার পায়ের তলায় চাপা পড়িয়া পাছে কোনও প্রাণী মরিয়া যাইতে পারে, এই ভয় করিয়া অত্যন্ত আস্তে আস্তে পা ফেলিয়া চলিতেছে। তিনি বকের এই ধর্ম্মভীরুতা একাকী নিরীক্ষণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন না, তাঁহার অনুজ লক্ষ্মণকেও ডাকিয়া দেখাইয়া বলিলেন—

শনৈঃ শনৈঃ ক্ষিপেৎ পাদৌ প্রাণীনাং বধ শঙ্কয়া।
পশ্য লক্ষ্মণ পম্পায়াং বকঃ পরমধার্ম্মিকঃ ॥

বকের চরিত্র লক্ষ্মণ স্বয়ং অবগত ছিলেন—তিনি সরল উদার হৃদয় রামচন্দ্রকে বকের চতুর হিংস্র স্বভাব বর্ণন করিয়া জ্যেষ্ঠকে বলিলেন—

ন জানাসি রাঘব ত্বং বকঃ পরমদারুণঃ।
নির্জীব ভক্ষকো গৃধ্রঃ সজীব ভক্ষকো বকঃ ॥

অর্থ—হে রাঘব ! তুমি জাননা যে বক অতি দারুণ স্বভাব। হিংস্র বলিয়া বিদিত গৃধ্র অর্থাৎ শকুনি মৃত প্রাণীর মাংস ভক্ষণ করে কিন্তু এই বক জীবন্ত প্রাণী ধরিয়া খায়।

গত সাধারণ নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে দেশসেবার জন্য সাধারণের সেবক সাজিয়া আত্ম প্রশস্তি বর্ণনা করিয়া প্রাচীর পত্রে রঙ বেরঙে নিজের নামের শেষে "দেশ সেবক" আপনাদের সেবক ইত্যাদি বিশেষণ দিয়া ভোটার সাধারণের মন ভুলাইয়া পদাধিকার লাভ করিয়া নিজের মর্য্যাদা ও গৌরব বাড়াইবার চেষ্টা করিয়াছেন। অদৃষ্ট গুণে কেহ বা সফলকাম হইয়াছেন, বরাতের দোষে কেহ বা বিফল মনোরথ হইয়া দেশ-সেবার সুযোগ লাভ করিতে না পারায় মনের সাধ মনেই রাখিয়া আবার আগামী নির্ব্বাচনের সুযোগের অপেক্ষা করিতেছেন, কিম্বা দুধের সাধ ঘোলে মিটাইবার জন্য নিকট ভবিষ্যতে বিনা শুল্কের সেবা কার্য্য অন্বেষণ প্রয়াসী হইবার মনস্থ করিতেছেন।

যে সমস্ত পুরাতন মোটা বেতনের সেবক দল সসম্মানে দীর্ঘ পাঁচ বৎসর সেবাকার্য্য করিয়া গোলামের কুড়ি ফোঁটার সম্যক সুবিধা গ্রহণ করিয়াছেন, সেবাকার্য্যের নানা পরিকল্পনা করিয়া সেবকত্ব অপেক্ষা সে বকত্বের পূর্ণ গুণাবলী প্রদর্শন করিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকেই বিফল মনোরথ হইয়া দেশের দুর্ভাগ্য ঘোষণা করিতেছেন। আবার সেই সব লোভনীয় সেবক পদ গ্রহণ করিয়া দেশকে ধন্য করিবেন যাঁহারা, তাঁহাদের নবোদ্যম দেখিয়া আমরা নরদেহে দেবতুল্য শক্তিসম্পন্ন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের বচনামৃতের মধুর রস উপভোগ করিবার সুযোগ পাইয়াছি—

এক দিন ঠাকুর শিষ্যগণের সহিত ভ্রমণে বহির্গত হইয়া এক পল্লীতে এক গৃহস্থের বাটীতে শুভ বিবাহের আনন্দ-কোলাহল, এবং তাহার পার্শ্ববর্ত্তী অন্য বাটীতে সদ্য মৃত পুত্রের পার্শ্বে পিতামাতার হৃদয়বিদারক রোদন ধ্বনি শ্রবণ করিতে করিতে চলিতে লাগিলেন শিষ্যগণের মধ্যে একজন ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ঠাকুর, পাশাপাশি এই দুই ঘটনা দেখিয়া মন বিচলিত হইয়া উঠে। এরা কত আনন্দ করিতেছে আর এদের আজ কি দুর্দ্দিন ! ঠাকুর, একটু হাসিয়া বলিলেন দুই বাড়ীতেই একই জিনিষ। যাদের ছেলে মরেছে, তারাও একদিন এই বিবাহেরই উৎসবে মাতিয়াছিল, সেই বিবাহের পরিণতি সন্তান জন্মিয়াছিল, আজ সে মারা গেল। ওরা যে ফসল একদিন বুনিয়াছিল, আজ তাই কাটছে, এরা সেই ফসল আজ বুনছে।

চৈত্র মাসে গাছে নূতন পাতা গজায়, আর পুরাতন শুকনো পাতাগুলি গাছের তলায় পড়িয়া বাতাসে খর্ খর্ শব্দ ক'রে কি বলে জানিস্? নূতন পাতাদের বলে—

দেখ, দেখ, দেখ, নূতন পাতি,
আসছে চোতে এই দুর্গতি !

—

স্বাধীন দেশে

স্বাধীন আমি, স্বাধীন গিন্নি
স্বাধীন মোরা সব,
স্বাধীনতাই আগাগোড়া
স্বাধীন উৎসব।

উড়িয়া ঠাকুর যেদিন না আসে
মাইরি কালীর কিরে,
গুষ্টি শুদ্ধো সবার উপোস
না হয় মুড়ি চিড়ে।

পরলোকে মহারাজা শ্রীশচন্দ্র

গত ৯ই ফাল্গুন শুক্রবার রাত্রি ২-৩০ মিনিটের সময় কাশিমবাজারের মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী অকস্মাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া তাঁহার কলিকাতাস্থ বাসভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৫৫ বৎসর হইয়াছিল। তিনি তাঁহার পত্নী, এক পুত্র, এক কন্যা ও বহু আত্মীয়স্বজন রাখিয়া গিয়াছেন। শনিবার মধ্যাহ্নে কাশী মিত্রের ঘাটে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

মহারাজা একজন সুপণ্ডিত, সাহিত্যিক ও বাগ্মী ছিলেন। তিনি বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে বাংলাদেশ একজন কৃতী সুসন্তান হারাইল। মুর্শিদাবাদ জেলার এই ক্ষতি পূরণ হইবার নহে। আমরা তাঁহার পরিজনবর্গের শোকে সমবেদনা প্রকাশ করিয়া তাঁহার আত্মার শান্তি কামনা করি।

অন্নকষ্ট

জঙ্গিপুর মহকুমার সাগরদীঘি থানার অন্তর্গত মনিগ্রাম ইউনিয়নের ভূমিহর গ্রামে অজন্মার ফলে কতকগুলি পরিবার অন্নকষ্টে পতিত হইয়াছে। মজুর শ্রেণীর লোকেরা কার্য্যাভাবে বেকার অবস্থায় দিন কাটাইতেছে। কেহ কেহ বাড়ী ঘর বিক্রয় করিয়া স্থানান্তরে চলিয়া গিয়াছে।

জঙ্গিপুর প্রদর্শনী

আগামী ৯ই মার্চ্চ বাংলা ২৫শে ফাল্গুন রবিবার জঙ্গিপুর কৃষি, শিল্প ও স্বাস্থ্য প্রদর্শনীর শুভ উদ্বোধন হইবে। প্রদর্শনীর জন্য রঘুনাথগঞ্জের ম্যাকেঞ্জি পার্ক সুন্দরভাবে পরিষ্কার করা হইয়াছে। প্রদর্শনী ক্ষেত্রে চলচ্চিত্র, ম্যাজিক, কবি গান প্রভৃতির বন্দোবস্ত আছে। জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক মহোদয় ও কৃষি বিভাগের কর্ম্মচারিগণ প্রদর্শনীর সকল বিভাগ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন।

জলকষ্ট

রঘুনাথগঞ্জ থানার জরুর ইউনিয়নে খুড়িরপাড়া গ্রামের অধিবাসিবৃন্দ জলকষ্টে পড়িয়াছে। এই গ্রামে একটী পুকুর আছে কিন্তু তাহাতে জল না থাকায় লোকে ভীষণ অসুবিধা ভোগ করিতেছে। গ্রামবাসীদের পানীয় জলের জন্য একটী ইন্দারার বিশেষ প্রয়োজন। আমরা এ বিষয়ে বিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

জঙ্গিপুর মহকুমা স্পোর্টস্ য়্যাসোসিয়েসন

গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী বাংলা ১১ই ফাল্গুন রবিবার জঙ্গিপুর মহকুমা স্পোর্টস্ য়্যাসোসিয়েসনের পঞ্চম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সুসম্পন্ন হইয়াছে। মহকুমা শাসক শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় সভাপতিত্ব ও পুরস্কার বিতরণ করেন। পরিচালকগণের অক্লান্ত পরিশ্রমে সমস্ত কার্য্য সুন্দররূপে সম্পন্ন হইয়াছে।

পাকিস্তানে বসবাসেচ্ছুদের সুবিধা

নগদ ১৫০৲ টাকা লইবার অনুমতি

কলিকাতার স্থলশুল্ক বিভাগের কালেক্টর একটী সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে জানাইয়াছেন যে ভারত ও পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রীদ্বয়ের চুক্তি অনুযায়ী যাঁহারা ভারত হইতে পাকিস্থানে স্থায়ী বসবাসের অভিপ্রায়ে (মাইগ্রাণ্ট) গমন করিবেন তাঁহাদিগকে কিছু নগদ টাকা সঙ্গে লইবার অনুমতি দেওয়া হইবে। এইরূপ প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি ভারতীয় কিংবা পাকিস্তানী মুদ্রায় অথবা উভয় মুদ্রায় মোট ১৫০৲ টাকা সঙ্গে লইতে পারিবেন। শিশুদের ক্ষেত্রে এই মুদ্রার পরিমাণ হইবে অর্দ্ধেক।

বিরাট

কৃষি, শিল্প ও স্বাস্থ্য প্রদর্শনী

স্থান—রঘুনাথগঞ্জ ম্যাকেঞ্জি পার্ক

(৯ই হইতে ১৭ই মার্চ্চ)

প্রত্যহ বেলা দুই ঘটিকায় খোলার ব্যবস্থা

আগামী ৯ই মার্চ্চ রঘুনাথগঞ্জ ম্যাকেঞ্জি পার্কে এক বিরাট প্রদর্শনীর উদ্বোধন হইবে। প্রদর্শনী ৯ দিন স্থায়ী থাকিবে। কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগ প্রদর্শনীতে খোলা হইবে ও উহাতে পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা থাকিবে।

প্রদর্শনীতে চলচ্চিত্র, যাত্রা, থিয়েটার, কবিগান, ম্যাজিক প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

প্রদর্শনীর বিভিন্ন কার্য্যসূচীর সঙ্গে ১৩ই মার্চ্চ পশু-পক্ষী প্রদর্শনী (মাত্র একদিনের জন্য) ও ১৪ই মার্চ্চ শিশু-প্রদর্শনী হইবে।

১৪ই মার্চ্চই মহিলা দিবস। ঐ দিন প্রদর্শনী কেবলমাত্র মহিলাদের জন্য খোলা থাকিবে।

মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত বিবিধ প্রমোদানুষ্ঠানের ব্যবস্থাও ঐ দিনে থাকিবে।

ষ্টল ভাড়া, প্রতিযোগিতা প্রভৃতি সম্পর্কিত বিস্তৃত বিবরণ ও নিয়মাবলীর জন্য জঙ্গীপুর মহকুমা শাসকের আফিসে অথবা মহকুমা কৃষি আফিসে খোঁজ লউন। এই মহকুমার থানা অথবা ইউনিয়ন কৃষি কর্ম্মচারীদের নিকটে কিম্বা ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টদের নিকটেও খবরাদি জানা যাইবে।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১০ই মার্চ্চ ১৯৫২

১৯৫১ সালের ডিক্রীজারী

৬৪৮ খাং ডিঃ রায় জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী বাহাদুর দিং দেং প্রাণনাথ ঘোষ দিং দাবি ১৬৶৯ থানা সুতী মৌজে আহিরণ ৯৩ শতকের কাত ৩/৩ পাই আঃ ৮৲ খং ২১১

৬৫২ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ৪৭৷০ মৌজাদি ঐ ৫-৪৬ শতকের কাত ১৪৷৶৯ আঃ ৩০৲ খং ২৭৫, ২৭৬

৬৫৩ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ৮৩৸৶০ মৌজাদি ঐ ১০-৪৪ শতকের কাত ২৭৷৫ পাই আঃ ৫০৲ খং ২৪৬

৬৫৪ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ৯৫৷৴০ মৌজাদি ঐ ১১-৮১ শতকের কাত ৩১৷৶৬ পাই আঃ ৮০৲ খং ২৪৪

৬৫৫ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ৪৯৶০ মৌজাদি ঐ ৫-৩৭ শতকের কাত ১৫৶৬ পাই আঃ ৪৫৲ খং ১১৭

৬৫৬ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ১১৸৯ মৌজাদি ঐ ৭১ শতকের কাত ১৸৶০ আঃ ৮৲ খং ৩২২

৬৪৯ খাং ডিঃ ঐ দেং মুরারি সরকার দিং দাবি ২৯৷৬ থানা ঐ মৌজে বসন্তপুর ১-২৩ শতকের কাত ৩৷৯ আঃ ২০৲ খং ৭১

৬৫৭ খাং ডিঃ ঐ দেং শশাঙ্কশেখর সরকার দিং দাবি ৮১৷৷৬ মৌজাদি ঐ ৫-৯০ শতকের কাত ১২৷৶৩ আঃ ৪৫৲ খং ২০৩

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১৭ই মার্চ্চ ১৯৫২

১৯৫১ সালের ডিক্রীজারী

৩৯০ খাং ডিঃ সেবাইত গোবিন্দদাস নাথ দেং রাধাগোপাল সিংহ দিং দাবি ৯২৷৶৩ থানা সাগরদীঘি মৌজে বড়গোড়া ২৮৫ শতকের কাত ১৪৷৶৫ আঃ ৫০৲ খং ৮৮

৩৯১ খাং ডিঃ ঐ দেং সুধীরকুমার ব্রহ্মচারী দিং দাবি ৫৩৸৶৯ থানা ঐ মৌজে দোগাছি ৩-৪৬ শতকের কাত ৬৷৶৯ আঃ ৫০৲ খং ৩৭

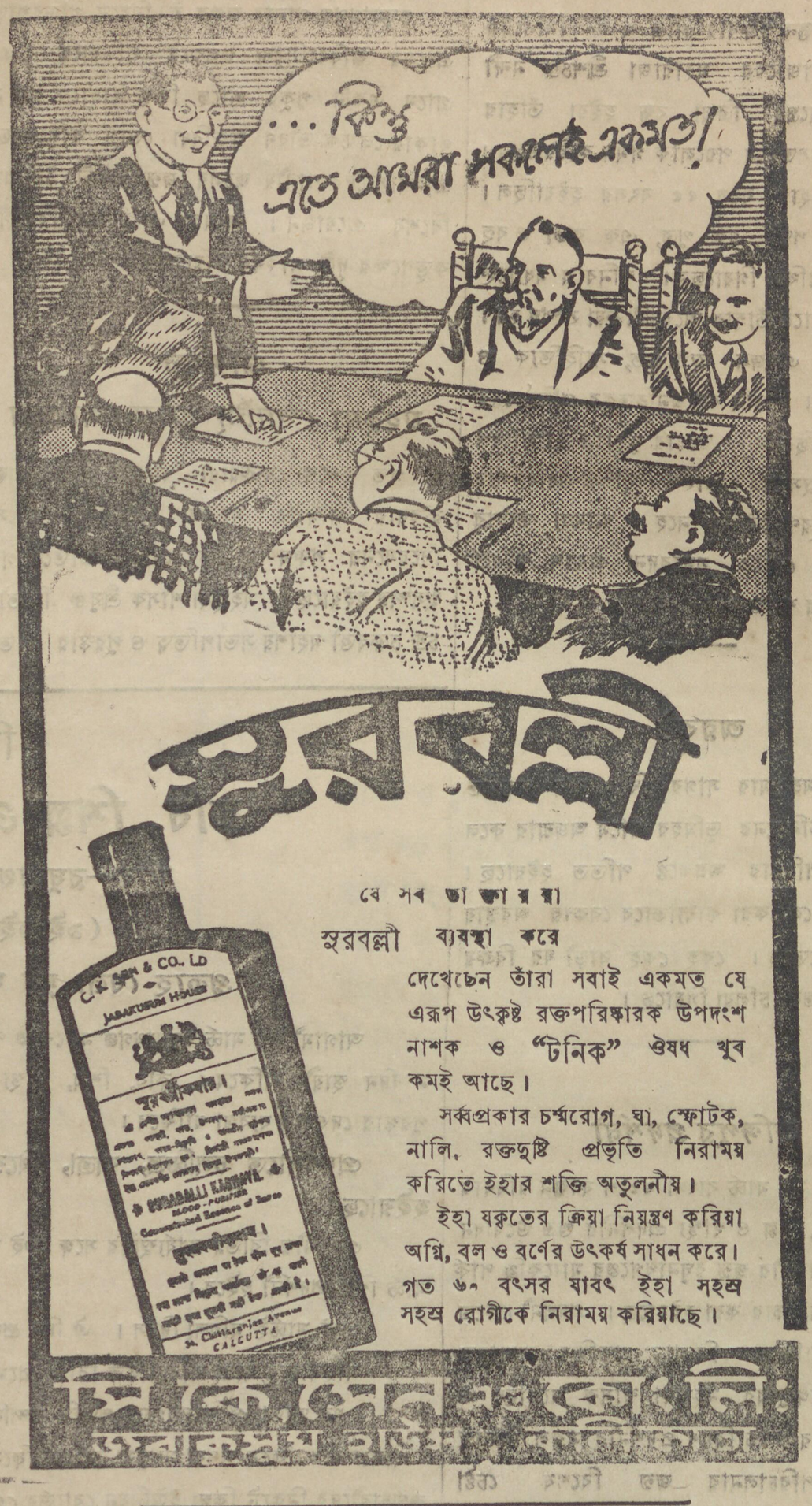

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত